প্রাক্‌কথন

চৈতন্যদেব ও মালদা নামটি একে অপরের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। গৌড়ের রাজার আমলে চৈতন্যদেবের মালদায় আগমন হয়। তিনি এখানে আসার ফলে রাধা-কৃষ্ণের প্রতি তার প্রেমানুভূতির দ্বারা বহুমানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি মঠ, মন্দিরে স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়। চৈতন্যদেবের জন্য মালদায় 'রামকেলির মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। আমার শৈশবস্থা থেকে আমাদের চারপাশে গড়ে ওঠা বহু কৃষ্ণমন্দির, রাধা-কৃষ্ণ মন্দির ও চৈতন্যদেব সম্পর্কিত কথা বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখ নিঃসৃত হয়ে কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে। ফলে শৈশব থেকেই কৃষ্ণ সহ বহু দেবতাদের সম্পর্কিত তথ্য ও গল্প শুনতে ভালো লাগত। এই ভালোলাগার জন্যই 'স্নাতকোত্তর'-এ পড়াশোনা করার জন্য যখন মালদা জেলার গণ্ডী অতিক্রম করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলাম তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সান্নিধ্য পেলাম ফলে সেই চাহিদা আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এই সময়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়ার সময় দ্বিতীয় বর্ষে 'মধ্যযুগের মঙ্গল, আখ্যান ও অনুবাদ কাব্য' বিষয়ের ওপর বিশেষ পত্র নিয়েছিলাম। তখনই অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ের মুখনিঃসৃত কথার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্তর্গত 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'বৈষ্ণবপদাবলী' গ্রন্থগুলির প্রতি আরও আকর্ষণ জন্মায় ফলে পড়ার চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' বিভাগের বহু অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট, ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. নিখিলেশ রায়, ড. সুবোধ কুমার যশ, ড. দীপক কুমার রায়, ড. উৎপল মণ্ডল, ড. তপন মণ্ডল মহাশয়দের সান্নিধ্য লাভ করি এবং তাঁদের মুখনিঃসৃত কথাই জীবনের পথ 'চরৈবেতির' মন্ত্রে অগ্রসর করে দেয়। এইজন্য আমি তাদের প্রতি আমার অন্তরের অপরিসীম শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।

কৃষ্ণপ্রেমের প্রতি আমার যে সুপ্ত চাহিদা ছিল সেই চাহিদার ব্যপ্তি ঘটল যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার কাছে গবেষণার জন্য তাকে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পেলাম। আমার গবেষণার শিরোনাম— "উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের নবনির্মিতি: একটি অন্বেষণ" গবেষণা কর্মে মনোনিবেশ করার পর কৃষ্ণ শুধু নয় মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বব্যাপী বহু কাহিনী, চরিত্র সম্পর্কে গভীরভাবে পড়তে শুরু করি। এই বিশাল কাজটিতে যাতে সাফল্য লাভ করতে পারি তার জন্য ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া তার সেই সাহিত্য সম্পর্কে দেওয়া তথ্য আমাকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে অনুপ্রাণিত করে। এই কাজ করতে গিয়ে কখনও কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি তত্ত্বাবধায়ক ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া তরোয়ালের

ঢাল হয়ে আমাকে রক্ষা করেছে। ফলে অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা কখন যে মাতৃসমা মঞ্জুলা বেরা হয়ে গেছে বুঝতেই পারেনি। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আজ আমি আমার গবেষণা কর্মটি জমা দিতে পারছি। অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়াকে আমার অন্তর থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

গবেষণা কর্মটির পথে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে— আমার পিতা শ্রীবিকাশ চন্দ্র বসাক ও মাতা বীথিকা বসাক, স্বামী কৌশিক মল্লিক ও মামা এঁনাদের প্রতি তাঁদের চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। পরিবারের ক্ষুদ্র সদস্যা আমার কন্যা পাঁচবছর বয়সী শ্রীমতী অরুণিকা মল্লিককে আমার অন্তরের প্রচুর প্রচুর ভালোবাসা সে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে বলেই আজ আমি আমার এই গবেষণা পত্রটি জমা করতে পারলাম। সর্বোপরি অলক্ষে থাকা শক্তি শৈশবস্থা থেকে আমাকে রাধা-কৃষ্ণ সহ অন্যান্য দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তাঁদের চরণে আমি ভক্তাপ্লুত প্রেম নিবেদন করি। এছাড়াও যারা আমাকে সাহায্য করেছে তাঁরা হলেন— বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদের দেবাশীষদা, সুজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, বিভিন্ন গ্রন্থাগার— উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও কোচবিহার গ্রন্থাগার প্রভৃতি। 'গ্রন্থগরা' নামক ওয়েব সংস্থা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্য, ভাই মনোজিত বর্মণ ও বোন সুবর্ণা সেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবশেষে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি দ্রুত মুদ্রণের জন্য তনিমা দি (কলকাতা), তন্ময় দা (কলকাতা) ও ভ্রাতৃপ্রতিম সুজিত রায় (শিবমন্দির) এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রইল। এছাড়াও যারা কোন না কোনভাবে আমাকে এই কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মুনমুন বসাক ০৭.০৮.২০২১

মুনমুন বসাক